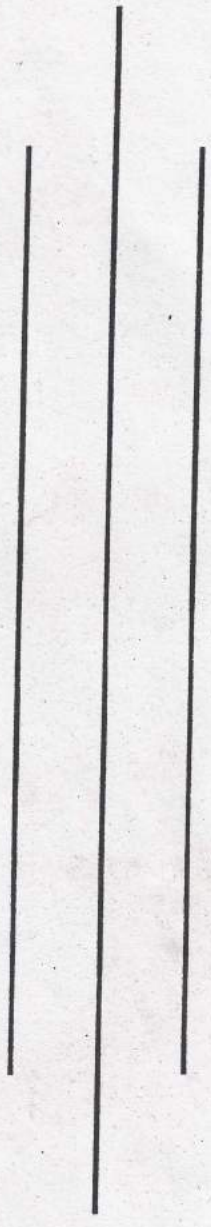
উপ-আইন



বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ

৯-ডি, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমবায় অধিদপ্তর
৯/ডি, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,ঢাকা-১০০০।

মূল নিবন্ধন নং- তারিখ

০	৩	-	৩	১	-	০	৩	-	১	৯	৪	৮	ইং

সংশোধিত নিবন্ধন নং- তারিখ

০	৯	বি	-	০	৯	-	০	৩	-	২	০	০	৫

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, সমবায় সমিতি আইন,২০০১ এর বিধান অনুযায়ী **বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ**, ৯/ডি মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,ঢাকা-১০০০, নিবন্ধন নম্বর ০৩,তারিখ-৩১/০৩/১৯৪৮ ইং কর্তৃক আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত উপ-আইনের সংশোধনীসমূহ যথারীতি নিবন্ধিত হইয়াছে।

সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকা ও কর্ম এলাকা নিম্নরূপ হইবেঃ-

সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী

অদ্য নিবন্ধিত এবং সংশোধিত উপ-আইন নিম্নরূপঃ

গূর্ববর্তী উপ-আইনের সম্পূর্ণ সংশোধন।

অদ্য ২০০৫ খ্রীস্টাব্দের **মার্চ** মাসের ২৮ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও সীল প্রদত্ত হইল।

২৮/০৩/০৫

(খন্দকার মিজানুর রহমান)
নিবন্ধক
সমবায় অধিদপ্তর,
বাংলাদেশ, ঢাকা।
ফোন নং- ৯৫৬৪৫৯৫।

সমবায় অধিদপ্তর ৯/ডি, মতিঝিল বা/এ বাংলাদেশ ঢাকা

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ

৯-ডি, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কর্তৃক গৃহীত উপ আইন/সংশোধিত উপ আইন আগামী কার্যালয় কর্তৃক, সমবায় আইন,২০০১ অনুযায়ী নিবন্ধন নং ০৯/ডি তারিখ ০৫/১১/২০১৪ মতিঝিল যথাযথভাবে নিবন্ধন করা হইল।
নিবন্ধক
সমবায় অধিদপ্তর

উপ-আইন

পরিভাষা

১। এই উপ-আইনে কোন বিষয়বস্তুতে অথবা এর প্রেক্ষিতে কোন প্রকার অসঙ্গতি না থাকিলে বিষয় বা পূর্বাপর কথায় অসঙ্গতি জনিত কিছু না থাকিলে এই উপ-আইন গুলিতে ঃ-

(ক) আইন বলিতে সমবায় সমিতি আইন-২০০১ ও পরবর্তী সংশোধনীসমূহ বুঝাইবে।

(খ) বিধিমালা বলিতে সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ ও পরবর্তী সংশোধনীসমূহ বুঝাইবে।

(গ) "সদস্য সমিতি" বলিতে যে সমবায় সমিতি ব্যাংকের সদস্য তাহাকে বুঝাইবে।

(ঘ) "ব্যাংক" বলিতে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ (বি,এস,বি,এল) বুঝাইবে।

(ঙ) "সদস্য" বলিতে এই উপ- আইনের আওতায় সদস্য সমিতির প্রতিনিধিকে বুঝাইবে।

(চ) আইন ও বিধিমালায় অন্যান্য শব্দ বা কথা দ্বারা যে নির্দেশ করা হইয়াছে এই উপ-আইনে সেই অর্থই প্রযোজ্য হইবে।

নাম

২। সমিতির নাম- "বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ"(বি,এস,বি,এল)।

অফিস

৩। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর নিবন্ধীকৃত অফিস- ৯-ডি, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ বুঝাইবে।

উদ্দেশ্য

৪.১ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর উদ্দেশ্যাবলী ঃ-

(ক) বাংলাদেশের সমবায় সমিতিসমূহ ও সমবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমূহের শীর্ষ স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করা।

(খ) বিজ্ঞান সম্মত ব্যবসায়িক নীতিমালা অনুযায়ী সমবায় সমিতি সমূহের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা।

(গ) ঋণ গ্রহিতা কেন্দ্রীয় সমিতি ও অন্যান্য সমবায় সমিতি সমূহের আর্থিক বিষয়ে নিয়ন্ত্রন এবং সমন্বয় সাধন করা।

(ঘ) প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমূহের সদস্যদের উৎপাদিত পন্যের বাজারজাতকরণের জন্য সেই সমস্ত সমিতিকে অথবা তাহাদের ফেডারেশনের মাধ্যমে গুদাম অথবা ওয়ার হাউজ, কোল্ড ষ্টোরেজ নির্মাণ এবং উৎপাদিত পন্য মজুত রাখা ও বিক্রির ব্যাপারে ঋণ সহায়তা প্রদান করা।

(ঙ) সমগ্র বাংলাদেশের সমবায় প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির আর্থিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

(চ) সকল উপায়ে সদস্য সমিতি সমূহের স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য উপদেশ, সহায়তা ও সমন্বয় সাধন করা।

(ছ) সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং এই সকল উপ- আইন মোতাবেক সমবায় সমিতিসমূহ এবং অন্যান্যদের সাথে ব্যাংকিং ব্যবসা করা।

৪.২ আইন ও বিধিমালা এবং এই সকল উপ- আইনের বিধি নিষেধ অনুযায়ী উপরোক্ত উদ্দেশ্য সমূহ সাধনের জন্য ব্যাংক স্বাধীনভাবে নিম্নোক্ত কাজে নিয়োজিত থাকিবে ঃ-

(ক) সুদসহ বা সুদ ব্যতিরেকে আমানত গ্রহণ বা অর্থ প্রদান, চেক, ড্রাফট, পেমেন্ট অর্ডার ইস্যু, প্রত্যাহারকরণ, শর্ত সাপেক্ষে আমানত বা অন্যভাবে অর্থ গ্রহণ।

(খ) ব্যাংকের ব্যবসার উদ্দেশ্যে উহার সম্পদ বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ।

(গ) বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যুকরণ, সঞ্চয়পত্র, বন্ড, ডিবেঞ্চার, স্বর্ণালংকার বা স্বর্ণপিন্ড জামানত রাখিয়া ঋণ প্রদান, যেকোন কনজুমার্স ক্রেডিট পরিচালনা করা।

(ঘ) ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ এবং অগ্রিমের জামানত হিসাবে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির প্লেজ (Pledge), বন্ধক, হাইপোথিকেশন (Hypothecation) বা স্বত্বনিয়োগ (Assignment) গ্রহণ করা।

(ঙ) উপযুক্ত জামানতের ভিত্তিতে ঋণ,কৃষি ঋণ, শষ্য ঋণ, শিল্প ঋণ ও অন্যান্য ঋণ এবং জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা।

(চ) বিভিন্ন প্রকার ক্রেডিট কার্ড, রেডিক্যাশ কার্ড ইত্যাদি ইস্যু ও বাজারজাত করণ।

(ছ) হাউজিং/রিয়্যাল এষ্টেট ব্যবসা করা ও উহার বিপরীতে অর্থায়ন করা।

(জ) ঋণ গ্রহণ, অর্থ গ্রহণ, যথাযথ জামানতের ভিত্তিতে ঋণ ও অগ্রিম দেওয়া, বিনিময় বিল, হুন্ডি, প্রতিশ্রুতিপত্র, ডিবেঞ্চার, কুপন, ড্রাফট, বহনপত্র, রেলওয়ে রশিদ, ওয়ারেন্ট সার্টিফিকেট, হস্তান্তর বা বিনিময়যোগ্য হউক বা না হউক এমন অন্যান্য দলিল, সম্পত্তি গ্রহণ করা, বিতরণ করা, ক্রয় করা, বিক্রয় করা ও সংগ্রহ করা এবং লেটার অব ক্রেডিট, ট্রাভেলার্স চেক, সার্কুলার নোট, বিদেশী ব্যাংক নোটসহ বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদন, ইস্যু, ক্রয় ও বিক্রয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করা।

(ঝ) শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার ষ্টক, বন্ড, দায় সম্পৃক্ত নিদর্শনপত্র ও অন্যান্য দলিল গ্রহণ, ধারন, কমিশন ভিত্তিতে প্রেরণ এবং উহাদের দায় গ্রহণ ও বিনিময় এবং বন্ধক, শেয়ার স্ক্রিপ্ট ও অন্যান্য সম্পত্তি নিদর্শনপত্র ক্রয় ও বিক্রয় করা।

(ঞ) ঋণ ও অগ্রিমের বন্দোবস্ত করা, সর্বপ্রকার বন্ড, স্ক্রিপ্ট ও মূল্যবান সামগ্রীর আমানত গ্রহণ বা উহাদিগকে নিরাপদ হেফাজত বা অন্যভাবে রাখিবার জন্য গ্রহণ।

(ট) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা।

(ঠ) সর্ব প্রকার গ্যারান্টি ও ইনডেমনিটি ব্যবসা পরিচালনা করা।

(ড) ক্রয়, ইজারা, বদলা, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করা।

(ঢ) ট্রাষ্ট সম্পাদন এবং দায় পরিগ্রহণ করা এবং সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার ট্রাষ্টি অথবা নির্বাহক হওয়া ।

(ণ) কোন ব্যবসা বা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের শেয়ার গ্রহণ ও ধারন করা।

(ত) ব্যাংকের তহবিল দ্বারা কোন ব্যবসা বা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের শেয়ার গ্রহণ বা ধারন করা।

(থ) যে কোন সমবায় সমিতির ডিবেঞ্চার এবং ডিবেঞ্চার ষ্টক ইস্যু ও ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে উদ্যোগী হওয়া, চালু করা, বীমা করা, নিশ্চয়তা দেওয়া, অবিক্রিতগুলি ক্রয় করিতে অঙ্গীকার করা এবং এতদউদ্দেশ্যে টাকা ধার দেওয়া।

(দ) ব্যাংকের আয়ত্বাধীন যে কোন সিকিউরিটির টাকা আদায়ের সহায়তার জন্য অথবা ইহার সম্ভাব্য ক্ষতি অথবা দায় রোধ অথবা কমানোর জন্য ব্যাংক উপযুক্ত মনে করিলে অথবা আয়ত্ব করিতে সহজতর হইলে যে কোন স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের মাধ্যমে আয়ত্ব, ইজারা, ভাড়া করিতে পারিবে এবং সম্পূর্ণ অথবা আংশিক দায় মিটানোর জন্য ব্যাংকের আয়ত্বাধীন ঐ সমস্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, বিক্রয় এবং আদায় করিতে পারিবে।

(ধ) ব্যাংকের উদ্দেশ্য সাধনের সুবিধার্থে এবং প্রয়োজনে ভবন/মার্কেট আয়ত্ব করা, নির্মাণ করা, সংরক্ষণ ও পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা।

(ন) যে কোন সমবায় সমিতির এজেন্ট হিসাবে কাজ করা।

(প) ব্যাংকের ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের জন্য আনুসাঙ্গিক ও সহায়ক অন্যান্য সকল বিষয় সম্পাদন।

সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকা

৫। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর সদস্য সমিতি নির্বাচনের এলাকা হইবে সমগ্র বাংলাদেশ।

সদস্য সমিতি

৬.১ **ব্যাংকের সদস্য পদ উন্মুক্ত ঃ-**

(ক) সকল জাতীয় সমিতি, সকল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহ, সকল কেন্দ্রীয় ইক্ষুচাষী সমবায় সমিতি সমূহ এবং সকল সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংকসমূহ।

(খ) অন্যান্য কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহ যাহাদিগকে ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যভূক্ত করিতে পারিবেন।

৬.২ **নিম্নলিখিত সমিতি ব্যাংকের সদস্য হইবে যেমন ঃ**

(ক) নিবন্ধনকৃত যে সমস্ত যোগ্য সমিতি তাহাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সদস্যপদের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

৬.৩ **যাহারা সদস্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন তাহাদের প্রত্যেক সমিতিকেই ঃ**

(ক) ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা করিয়া ভর্তি ফি দিতে হবে।

(খ) অন্ততঃ ১টি শেয়ার খরিদ করিতে হইবে।

(গ) সমিতির রেজিষ্টার্ড অফিসের ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে এবং সেই ঠিকানা সকল উদ্দেশ্যেই সমিতির ব্যবসা পরিচালনার ঠিকানা হিসাবে গন্য হইবে।

৬.৪ কোন সমবায় সমিতি সদস্য হইবার ইচ্ছা করিলে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে মহাব্যবস্থাপকের নিকট আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন এবং যে সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহা আবেদনপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে।

সদস্য হওয়ার যোগ্যতা

৭.১ ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যপদের আবেদন মঞ্জুর অথবা না মঞ্জুর করিতে পারিবেন অথবা আবেদনকৃত শেয়ারের সংখ্যা মঞ্জুর বা না মঞ্জুর অথবা হ্রাস করিতে পারিবেন। তবে না-মঞ্জুরের ক্ষেত্রে এর যৌক্তিকতা লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

৭.২ সদস্যপদ প্রার্থনা মঞ্জুর এবং বর্ণিত শেয়ারের সংখ্যা অথবা সদস্যপদ না মঞ্জুর হওয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে জানাইতে হইবে।

৭.৩ সদস্যভূক্ত ঋণী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক/সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংকের কার্যকরী এলাকায় নতুন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক/সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক নিবন্ধিত হইলে দায় দেনা ভাগ বাটোয়ারা না হওয়া পর্যন্ত নতুন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক/সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংককে সদস্য পদ প্রদান করা যাইবে না।

৭.৪ আবেদন না মঞ্জুর হইলে উক্ত প্রার্থীর নিবন্ধকের নিকট আপীল করিবার অধিকার থাকিবে এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর ১০(৩) বিধি অনুসারে নিবন্ধকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

সদস্যপদ প্রদান

৮. কোন সমবায় সমিতি নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করিলে সদস্যপদ প্রদান করা যাইবে ঃ-

(ক) ভর্তি ফি জমা দিলে।

(খ) অন্ততঃ ১টি শেয়ার খরিদ করিলে এবং ঐ শেয়ারের মূল্য ও শেয়ার মূল্যের সমপরিমান সঞ্চয় জমা দিলে।

(গ) "উপ-আইন" মানিয়া চলিবেন" এই মর্মে অঙ্গীকার স্বাক্ষর করিলে।

সদস্য সমিতির অধিকার

৯.১ সদস্যভূক্ত সমিতি উহার ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে একজন সদস্যকে সমিতির কার্যক্রম বিশেষ করিয়া সাধারণ সভায় ভোট দানের ক্ষমতা দিয়া প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারিবে। সেই প্রতিনিধি ব্যাংকের সাধারণ সভার সদস্য হিসাবে পরিগনিত হইবে।

৯.২ সাময়িকভাবে সদস্যপদ স্থগিত/বহিঃস্কৃত অথবা অকার্যকর বা নিষ্ক্রিয় হিসাবে চিহ্নিত (সমিতির অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী) সদস্য সমবায় সমিতির কোন প্রতিনিধি অত্র ব্যাংকের কার্যক্রমে বা সাধারণ সভায় যোগদান বা ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে ভোটদান এবং প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

সদস্যপদ ত্যাগ

১০। কোন সদস্য সমিতি যদি ব্যাংকের নিকট ঋণী না থাকে অথবা অপরিশোধিত ঋণের জামিনদার হিসাবে জামিনদার না হয় তাহা হইলে এক মাসের নোটিশ দিয়া ব্যাংকের সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবে।

সদস্য সমিতির অপসারণ

১১। কোন সদস্য সমিতি সদস্য পদের যোগ্যতা হারাইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি ঐ সমিতিকে সদস্যপদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

সদস্য সমিতির জরিমানা, সাময়িকভাবে বহিস্কার ও অপসারণ

১২.১ সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটি কোন সদস্য সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধান পূর্বক এবং প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমান গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত কারনে কোন সদস্য সমিতিকে জরিমানা, সাময়িক বহিস্কার অথবা অপসারণ করিতে পারিবে ঃ-

(ক) ইচ্ছাপূর্বক সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং ব্যাংকের উপ-আইন লঙ্ঘন করিলে।

(খ) ব্যবস্থাপনা কমিটির বিবেচনায় ব্যাংকের স্বার্থ হানিকর কাজ করিলে।

(গ) ইচ্ছাপূর্বক দেনা পরিশোধ না করিলে, অসৎ উপায় অবলম্বন করিলে অথবা ব্যাংকের সহিত আবদ্ধ চুক্তি ভঙ্গ করিলে।

১২.২ কোন সদস্য সমিতিকে সাময়িকভাবে বহিস্কার করা হইলে ঐ সময়ের জন্য সদস্যপদের অধিকার অথবা সদস্যপদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে।

১২.৩ জরিমানা, সাময়িকভাবে বহিস্কার অথবা অপসারন সংক্রান্ত আদেশ/নোটিশ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সমিতি সাধারণ সভার বরাবরে আপীল করিতে পারিবে।

প্রত্যাহারকৃত, অপসারিত অথবা বহিঃস্কৃত সদস্য সমিতির প্রাপ্য প্রদান

১৩। সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার বিধান মোতাবেক ব্যাংক হইতে কোন পদত্যাগী, অপসারিত অথবা বহিঃস্কৃত সদস্য সমিতি খরিদকৃত শেয়ার ও শেয়ারের উপর অর্জিত লাভ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক স্থিরকৃত অনধিক দুই বৎসর সময় কালের মধ্যে ফেরত পাইবেন।

সদস্য পদের অবসান

১৪. নিম্নোক্ত কারণে সদস্যপদের অবসান হইবে ঃ-

(ক) ইহার সকল শেয়ার হস্তান্তরিত হইলে।

(খ) সদস্য পদের যোগ্যতা হারাইলে।

(গ) সদস্যপদ পরিত্যাগ করিলে।

(ঘ) সমিতি গুটাইয়া ফেলা হইলে।

(ঙ) অপসারিত হইলে অথবা বহিস্কার করিলে।

(চ) নিবন্ধন বাতিল হইলে।

(ছ) অবসায়িত/অতিত্ত্বহীন হইলে।

দায়

৫। ব্যাংকের অবসায়নের সময় উহার দায় দায়িত্ব পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পরিসম্পদের ঘাটতি থাকিলে উহা পরিশোধের জন্য সদস্যগণ তাহাদের নিজ নিজ শেয়ারের অনুপাতে দায়ী থাকিবেন।

তহবিল

৬। ব্যাংকের তহবিল নিম্নোক্তভাবে সংগ্রহ করা যাইবে ঃ-

(ক) শেয়ার বিক্রয় করিয়া।

(খ) সদস্য সমিতি ও অসদস্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ ও আমানত গ্রহণ করিয়া।

(গ) সরকার ও কোন দাতা সংস্থার নিকট হইতে ঋণ, অনুদান, দান ও ভর্তুকী গ্রহণ করিয়া।

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া।

(ঙ) ব্যাংকের উপ-আইনে অনুমোদিত ব্যবসা পরিচালনা করিয়া।

শেয়ার মূলধন

৭.১ ব্যাংকের অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ হইবে ১০০,০০,০০,০০০/- (একশত কোটি) টাকা, যাহা প্রতিটি ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা মূল্যমানের ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) শেয়ারে বিভক্ত হইবে এবং যাহা সদস্য সমিতি ও সরকার খরিদ করিতে পারিবে।

৭.২ সাধারন সভার সিদ্ধান্ত এবং নিবন্ধকের অনুমোদনক্রমে শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি করা যাইবে।

শেয়ারের মূল্য প্রদান

৮। বরাদ্দকালে প্রতিটি শেয়ারের জন্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

শেয়ার সার্টিফিকেট

৯.১ প্রত্যেক সদস্য সমিতি বিনা খরচে ব্যাংকে তাহার ক্রয়কৃত শেয়ারের জন্য ব্যাংকের সীল মোহর অংকিত শেয়ার সার্টিফিকেট পাইতে পারিবে। শেয়ার সার্টিফিকেট সভাপতি অথবা সহ-সভাপতি এবং মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক যৌথ স্বাক্ষরিত থাকিবে।

৯.২ শেয়ার সার্টিফিকেটের সৌন্দর্য্যহানি হইলে (নষ্ট হইলে বা বিনষ্ট হইলে), হারাইয়া গেলে, অনধিক ১০০/- টাকা জমা দিলে নতুন সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে এবং পুরাতন সার্টিফিকেট সম্বন্ধে ব্যবস্থাপনা কমিটি যেরূপ প্রমান (Evidence) বা দায়মুক্তি (Indemnity) আরোপ করিবেন তদানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

শেয়ার হস্তান্তর

১০.১ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে, লিখিত দলিল দ্বারা ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে কোন সদস্য সমিতি অন্য সদস্য সমিতির নিকট অথবা সরকারের নিকট অথবা অসদস্যকে যিনি সদস্য হওয়ার উপযুক্ত এবং যাহাকে ব্যবস্থাপনা কমিটি ভর্তি করিতে ইচ্ছুক তাহার নিকট শেয়ার হস্তান্তর করিতে পারিবে।

১০.২ শেয়ার হস্তান্তর সম্পূর্ণ হইবে না এবং শেয়ার হস্তান্তরকারী শেয়ারের মালিক হিসাবে গন্য থাকিবেন যতক্ষন পর্যন্ত না ব্যাংক কর্তৃক শেয়ার হস্তান্তর রেজিষ্ট্রীকৃত এবং শেয়ার গ্রহণকারীকে ব্যাংকের সদস্যভূক্ত করা হইবে।

শেয়ার তলব/বাজেয়াপ্ত

২১.১ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক শেয়ারের যে কোন তলবকৃত টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদান করিতে যদি কোন সদস্য সমিতি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে যতদিন উক্ত টাকা অনাদায়ী থাকিবে ততদিনের মধ্যে যে কোন সময়ে উক্ত খেলাপকারীকে ব্যাংকে তাহার খেলাপ জনিত কারণে ব্যাংকের যাবতীয় খরচ ও সুদসহ উক্ত খেলাপী টাকা প্রদানের জন্য নোটিশ দেওয়া যাইবে।

২১.২ টাকা প্রদান করিতে পুনরায় যে নোটিশ দেওয়া হইবে তাহাতে যে তারিখ বা যে তারিখের পূর্বে নোটিশে উল্লেখিত টাকা প্রদান করিতে হইবে তাহা নোটিশের তারিখের ৩০ দিন পর হইবে।

২১.৩ বিলুপ্ত ঘোষিত/অস্তিত্বহীন/ নিবন্ধন বাতিলকৃত সদস্য সমিতির শেয়ার ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে বাজেয়াপ্ত ও শেয়ারের টাকা ব্যাংকের আয় হিসাবে স্থানান্তর করা যাইবে।

ঋণ/কর্জ গ্রহণ

২২.১ সদস্য সমিতি, সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, দাতা সংস্থা ও বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং সাধারণ সভার পূর্বানুমোদনক্রমে অসদস্যগণের নিকট হইতে ব্যাংক কর্জ/ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল প্রকার ঋণ গ্রহণ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

২২.২ ব্যাংকের পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ও আলাদাভাবে বিনিয়োজিত সঞ্চিতি তহবিলের ২০ (বিশ) গুনের বেশী কর্জ/ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না। তবে সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দাতা সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে এই সীমা প্রযোজ্য হইবে না।

২২.৩ প্রতি বৎসর বার্ষিক সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভায় ব্যাংকের বাৎসরিক ঋণ গ্রহণ করিবার সর্বোচ্চ ঋণ সীমা নির্ধারিত হইবে।

২২.৪ ব্যাংক উহার তহবিল উন্নয়নের জন্য নিবন্ধকের অনুমোদনক্রমে ঋণ পত্র ইস্যুপূর্বক কর্জ গ্রহণ করিতে পারিবে।

লিকুইউ কভার

২৩.১ ব্যাংক আমানতকারীগণের আমানতের বিপরীতে নিম্নোক্ত হারে নগদ/সহজে নগদ টাকায় রুপান্তরযোগ্য তহবিল রাখিবে ঃ-

(ক) আগামী ৬ মাসের মধ্যে পরিশোধযোগ্য স্থায়ী আমানতের বিপরীতে ২০%।

(খ) গৃহীত সঞ্চয়ী আমানতের ২৫%।

(গ) গৃহীত চলতি আমানতের ৫০%।

(ঘ) বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা কমিটি লিকুইউ কভার বৃদ্ধি/হ্রাস করিতে পারিবে।

২৩. ২ নিম্নোক্ত এক বা একাধিক প্রকারে অতি সহজেই কোন সম্পদ নগদ অর্থে রূপান্তর করা যাইবে, যথা ঃ-

(ক) নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমান নগদ অর্থ সংরক্ষণ বা ব্যাংকে সংরক্ষণ।

(খ) সরকারী নিশ্চয়তাপত্র (সিকিউরিটিজ)।

(গ) ডাকঘর সঞ্চয় হিসাবে জমা।

(ঘ) কোন তফসিলি ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকে নিশ্চয়তা প্রদত্ত নগদ ঋণ যাহা এখনও পর্যন্ত উত্তোলন করা হয় নাই।

তহবিল ব্যবহার

২৪. ১ উপ-আইনে বর্ণিত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংকের নিজস্ব মূলধন ও ঋণ কর্মসূচীর আওতায় সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক, দাতা সংস্থা এবং সদস্য ও অসদস্য হইতে ধারকৃত তহবিল একাধিক ব্যবসায় বিনিয়োগ করা যাইবে। তবে অসদস্য সমিতি/ব্যক্তির বেলায় সরকার কর্তৃক আইন শিথিল করার শর্তে বিনিয়োগ করা যাইবে ঃ-

(ক) সদস্য সমিতি সমূহকে বার্ষিক ঋণ কর্মসূচী অনুযায়ী স্বল্প মেয়াদী, মধ্যম মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ/আগাম দেওয়া।

(খ) সদস্য/অসদস্য সমিতি ও ব্যক্তিকে কৃষি উপকরণ (সার, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি, হালের গরু-মহিষ ইত্যাদি) বাজারজাত করণের জন্য, গুদামজাত ভোগ্যপন্য ও শিল্প-পণ্য এবং স্বর্ণ পিন্ড ও স্বর্ণালংকার বন্ধক (Pledge Charge and Hypothecation) এর বিপরীতে ক্যাশ-ক্রেডিট দেওয়া।

(গ) কৃষি পণ্য ক্রয় বিক্রয়কারী ও প্রক্রিয়াজাতকারী সমিতি সমূহকে এবং বহুমূখী সমিতি সমূহের মার্কেটিং শাখাকে ঋণ প্রদান করা।

(ঘ) সকল প্রকার অকৃষি খাতে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়, হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, বয়ন শিল্প ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করা।

(ঙ) গুদাম ও ওয়ার হাউস নির্মাণ এবং কোল্ড ষ্টোরেজ, মার্কেট/বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও সংরক্ষণের জন্য ঋণ প্রদান করা।

(চ) সমবায় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে চলতি মূলধন বাবদ ঋণ দেওয়া।

(ছ) সদস্য সমিতি সমূহকে সেচ যন্ত্র ক্রয় ও স্থাপনের জন্য ঋণ দেওয়া।

(জ) সদস্য/অসদস্য সমিতিকে প্রকল্প ভিত্তিক (মৎস্য খামার, হাস-মুরগীর খামার, দুগ্ধ খামার ইত্যাদি) প্রকল্প ঋণ দেওয়া।

(ঝ) ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া।

(ঞ) সদস্য/অসদস্য সমিতি ও ব্যক্তির সঙ্গে সকল প্রকার ব্যাংকিং কারবার করা এবং তাহাদের স্থায়ী আমানতের বিপরীতে ওভার ড্রাফট প্রদান করা।

(ট) ব্যাংকের অফিসার ও কর্মচারীগণকে চাকুরী বিধি মোতাবেক সকল সুবিধা প্রদান করা ও আগাম বিধি মোতাবেক গৃহ-নির্মাণ আগাম ও অন্যান্য আগাম দেওয়া।

৪.২ এই উপ-আইন এর ৪.২ ধারায় বর্ণিত সকল কার্যক্রমে অর্থায়ন করা। তবে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনার জন্য এবং ঋণ প্রদান কর্মসূচীর আওতামুক্ত মুলধনের (Free Capital) এক তৃতীয়াংশ (স্থায়ী সম্পদ খাতে বিনিয়োগকৃত টাকা বাদে কার্যকরী মূলধন) এর সমপরিমান টাকা ব্যাংকের অসদস্য গ্রাহক, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে ঋণ অথবা অগ্রিম প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত একাধিক ব্যবসায় বিনিয়োগ করা যাইবে ঃ-

(ক) স্থায়ী আমানতের বিপরীতে ওভার ড্রাফট প্রদান করা।

(খ) ১৮৮২ সালের ট্রাষ্ট আইনের ২০ নং ধারার সিকিউরিটিজ (উক্ত ধারার "ই" অনুচ্ছেদে বর্ণিত সিকিউরিটিজ বাদে) সমূহ বন্ধকের (Pledge Charge and Hyphothecation) বিপরীতে ঋণ ও অগ্রিম দেওয়া।

(গ) পণ্য সামগ্রী (কৃষি, ভোগ্যপণ্য, কৃষি উপকরণ ও শিল্পজাত এবং যন্ত্রপাতি) ব্যাংক, ইন্সুরেন্স ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার, ডিবেঞ্চার, সঞ্চয়পত্র এবং স্বর্ণ পিন্ড ও স্বর্ণালংকার বন্ধকের (Pledge Charge and Hyphothecation) বিপরীতে ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া।

(ঘ) কনজুমার্স সামগ্রী ক্রয়ের জন্য কনজুমার্স ক্রেডিট স্কীমের আওতায় ঋণ দেওয়া।

(ঙ) পরিবহন খাতে বিনিয়োগ।

৪.৩ ব্যাংকের কার্য সূচারুরূপে চালানোর জন্য জমি ও গৃহাদি ক্রয়, অফিসের জন্য ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে গৃহাদি নির্মাণ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও মোটর গাড়ী ক্রয়ের জন্য তহবিল/মূলধন বিনিয়োগ করা।

৪.৪ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন অবক্ষয় না করিয়া তহবিল হইতে কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদান, অডিট ফি, সুদ প্রদান এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক খরচ প্রদান করা।

২৪.৫ ব্যাংকের মুনাফা হইতে সংরক্ষিত তহবিল, মন্দ ও অনাদায়ী ঋণের বিপরীতে সংরক্ষিত তহবিল ও অন্যান্য তহবিল গঠন, ডিভিডেন্ড এবং বোনাস/উৎসাহ ভাতা প্রদান করা।

২৪.৬ ব্যাংকের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আবশ্যকীয় খরচ ভিন্ন অন্য কোন খরচ ধারকৃত মুলধন হইতে প্রদান করা যাইবে না।

ঋণ ও অগ্রিম

২৫.১ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ঋণ শর্তাবলী অনুযায়ী ঋণ কর্মসূচী মোতাবেক এই উপ-আইন এর ২৩.১ বিধিতে বর্ণিত খাতে ঋণ ও অগ্রিম প্রদান করা যাইবে।

২৫.২ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে ঋণের উদ্দেশ্য উল্লেখপূর্বক ঋণের আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

২৫.৩ ব্যাংক সদস্য সমিতি সমূহের প্রাথমিক সদস্য সমিতিকে ঋণ দাদনের ক্ষেত্রে ঋণের শর্তাদি নির্ধারন করিতে পারিবে যেমন ঃ- কি ধরনের জামানত প্রদান করিতে হইবে, সুদের হার, পরিশোধের মেয়াদ যাহার ভিত্তিতে সদস্য সমিতি সমূহ তাহাদের সদস্য সমিতিকে ঋণ দাদনের ক্ষেত্রে এই শর্ত সমূহ আরোপ করিবে এবং ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

ঋণের জামানত

২৬। ঋণের জন্য ঋণ গ্রহিতাকে উপ-আইন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত জামানত প্রদান করিতে হইবে।

ব্যবসা কার্য পরিচালনা

২৭.১ বিভিন্ন ধরনের লেন-দেন সম্পাদন ও ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক নিম্নোক্ত এগারটি বিভাগের মাধ্যমে কাজ চালাইয়া যাইবে যেমন ঃ-

২৭.২ <u>ব্যাংকিং ও হিসাব বিভাগ ঃ-</u> নিম্নোক্ত শাখা সমূহের মাধ্যমে এই বিভাগ সদস্য ও অসদস্য সমিতি এবং ব্যক্তি গ্রাহকগণকে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করিবে এবং হিসাব নিকাশ সংরক্ষণ ও সম্পাদন করিবে ঃ-

(ক) ক্যাশ শাখা ঃ ব্যাংক কাউন্টারের মাধ্যমে এই শাখা যাবতীয় নগদ লেন-দেন করিবে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পরিমান নগদ তহবিল সংরক্ষণ, বন্ধককৃত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার গ্রহণ, সংরক্ষণ ও ডেলিভারী প্রদান করিবে। ইহা ছাড়াও এই শাখা ব্যাংকের স্থায়ী সম্পদ ও সম্পত্তির দলিলপত্রসহ মূল্যবান ডকুমেন্ট, শেয়ার ও সিকিউরিটিস এবং স্থায়ী আমানতের রশিদ হেফাজত করিবে।

(খ) সঞ্চয় ও চলতি আমানত হিসাব শাখা।

(গ) স্থায়ী আমানত ও বিনিয়োগ হিসাব শাখা।

(ঘ) স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ হিসাব শাখা।

(ঙ) ক্যাশ ক্রেডিট, স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ ও কনজুমার্স ক্রেডিট ঋণ হিসাব শাখা।

(চ) বাণিজ্যিক ব্যাংকিং শাখা।

(ছ) ফাইনাল হিসাব শাখা।

(জ) বৈদেশিক মূদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্য শাখা।

এই শাখা ব্যাংকের ফাইনাল হিসাবাদি যেমন ঃ- ক্যাশবহি, জেনারেল লেজার, আয় ব্যয় হিসাব, সাসপেন্স এসেটস ও লায়াবিলিটিস হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য মাসিক জমা ও খরচ এবং আয় ও ব্যয় হিসাব, অডিটের জন্য বার্ষিক জমা ও খরচ হিসাব, লাভ ও লোকসান হিসাব এবং স্থিতিপত্র উপস্থাপন করিবে এবং ব্যাংকের বার্ষিক বাজেট প্রনয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করিবে।

২৭.৩ **ঋণ বিভাগ ঃ** এই বিভাগ ব্যাংকের বার্ষিক ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং ঋণ আদান প্রদান সংক্রান্ত সকল নীতিমালা প্রনয়ন করিবে। নিম্নোক্ত শাখা সমূহের মাধ্যমে এই বিভাগ উপরোক্ত কার্য সম্পাদন করিবে ঃ-

(ক) স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদী ঋণ শাখা।

(খ) দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ শাখা।

(গ) ক্যাশ ক্রেডিট, স্বর্ণবন্ধকী ও কনজুমার্স ক্রেডিট শাখা।

(ঘ) কৃষি পন্য ও হস্ত শিল্প পন্য বাজারজাতকরণ এবং শিল্প ঋণ শাখা।

২৭.৪ **প্রকল্প ঋণ বিভাগ ঃ** এই বিভাগ প্রকল্প ঋণের নীতিমালা ও ঋণ কর্মসূচী অনুযায়ী প্রকল্প ভিত্তিক নিম্নোক্ত ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিবে ঃ-

(ক) প্রকল্প ঋণ (সাধারণ)

(খ) দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প ঋণ।

(গ) আবাসিক, বাণিজ্যিক ভবন ও মার্কেট নির্মাণ হাউজিং প্রকল্প ঋণ।

(ঘ) পরিবহন খাতে ঋণ।

এই বিভাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সদস্য সমিতি/ব্যক্তি সদস্যের অনুকুলে মঞ্জুরীকৃত ঋণ সুষ্ঠভাবে বিনিয়োগ এবং প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবে এবং ঋণ শর্ত মোতাবেক ঋণ আদায়ের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং প্রকল্প ঋণের হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

২৭.৫ **ক্ষুদ্র ঋণ বিভাগ ঃ** এই বিভাগ প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল, সরকারী বা দাতা সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত তহবিল দ্বারা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, আদায় ও উহার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবে।

২৭.৬ **পরিদর্শন বিভাগ ঃ** এই বিভাগ ঋণ গ্রহিতা সকল সদস্য সমিতি সমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রন এবং অডিট রিপোর্ট ও পরিদর্শন রিপোর্টের উপর অনুগামী কার্যক্রম গ্রহণ এবং ঋণ গ্রহিতা সমিতি ও মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত ব্যাংকের অফিসারগণের কার্যক্রম তদারকী ও তত্ত্বাবধান এবং ঋণ বিতরণের পর সরেজমিনে ঋণের ব্যবহার যাচাই এবং ব্যাংকের সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানের অডিট রিপোর্ট, বার্ষিক সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবে এবং কনজুমার্স ক্রেডিট স্কীমের ঋণের আবেদন পত্রের তথ্যের সঠিকতা যাচাই করিয়া রিপোর্ট পেশ করিবে। উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত শাখা থাকিবে ঃ-

(ক) পরিদর্শন ও অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা শাখা।

(খ) মাঠ অফিসারগণের কার্যক্রম তদারক শাখা।

(গ) ব্যাংকের সদস্য প্রতিষ্ঠান সমূহের তথ্য সংগ্রহ শাখা।

উপরোক্ত শাখা ছাড়াও সদস্য সমিতি সমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং কনজুমার্স স্কীমের ঋণের আবেদন পত্রের তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য এই বিভাগে একটি পরিদর্শন সেল থাকিবে।

২৭.৭ **ঋণ আদায় বিভাগ ঃ** এই বিভাগ বার্ষিক ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক ঋণ আদায় কর্মসূচী প্রনয়ণ এবং উহা বাস্তবায়ন করিবে। এই বিভাগ নিম্নোক্ত শাখা সমূহের মাধ্যমে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সম্ভাব্য সকল কর্ম প্রচেষ্টা চালাইবে এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ঃ-

(ক) স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদী ঋণ আদায় শাখা।

(খ) দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ আদায় শাখা।

(গ) ক্যাশক্রেডিট ও কনজুমার্স ক্রেডিট আদায় শাখা।

(ঘ) আইন শাখা।

ঋণ আদায় কার্যক্রম ছাড়াও এই বিভাগ মন্দ ও সন্দেহজনক ঋণ চিহ্নিত করণ এবং তাহা অবলোপনের কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

২৭.৮ **গবেষনা ও পরিসংখ্যান বিভাগ ঃ** এই বিভাগ ব্যাংকের এবং সদস্য সমিতি সমূহের কার্যক্রমের উপর প্রয়োজনীয় সকল পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবে এবং প্রয়োজনীয় রিপোর্ট রিটার্ন প্রস্তুত করিবে ও ঋণ দাদন আদায়ের উপর রিপোর্ট ও সুপারিশ বিবেচনার জন্য নিয়মিতভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় পেশ করিবে। এই বিভাগ ব্যাংকের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক রিপোর্ট প্রনয়ন করিবে এবং সমবায় ব্যাংকিং ও ঋণ কার্যক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষনামূলক রিপোর্ট ও সুপারিশ প্রনয়ন ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে।

২৭.৯ **সম্প্রসারন ও শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ঃ** এই বিভাগ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্নস্থানে লিয়াজো অফিস ও শাখা অফিস স্থাপন এবং উহাদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৭.১০ **প্রশাসন বিভাগ ঃ** এই বিভাগ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংকের অবকাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনশক্তি নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংকের বার্ষিক সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট কার্যাদি নিম্নোক্ত শাখা সমূহের মাধ্যমে সম্পাদন করিবে ঃ-

(ক) সংস্থাপন শাখা।
(খ) কর্মচারী কল্যাণ শাখা।
(গ) জন সংযোগ শাখা।
(ঘ) বিল শাখা।
(ঙ) শেয়ার শাখা।
(চ) ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট শাখা।
(ছ) রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ শাখা।

২৭.১১ সম্পদ বিভাগ ঃ এই বিভাগ ব্যাংকের যাবতীয় স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও সম্পদের সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণ, বাড়ী নির্মাণ, যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, ষ্টেশনারী ক্রয়, বাড়ীভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, পানি ও পয়ঃ বিল প্রস্তুত ও আদায় ইত্যাদি কার্যক্রম নিম্নোক্ত শাখা সমূহের মাধ্যমে সম্পাদন করিবে ঃ-

(ক) নির্মাণ, ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা।

(খ) বাড়ীভাড়া, বিদ্যুৎ বিল এবং পানি ও পয়ঃ বিল প্রস্তুত, আদায় এবং বিল পরিশোধ শাখা।

(গ) মূদ্রণ ও মনোহরী দ্রব্যাদি ক্রয় মজুত এবং মালামাল সংরক্ষন শাখা।

২৭.১২ আভ্যন্তরীন অডিট বিভাগ ঃ বেতনভূক্ত প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে আন্তভ্যরীন অডিট বিভাগ গঠিত হইবে। ইহাদের মধ্যে কমপক্ষে একজন বাণিজ্য বিভাগ/হিসাব বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রিধারী হইতে হইবে। এই বিভাগ ব্যাংকের সকল প্রকার লেন-দেনের সঠিকতা নিরীক্ষনসহ বিভিন্ন বিল পরিশোধের পূর্বে পরীক্ষন করিবে। ব্যাংকের বার্ষিক অডিট সম্পাদনের ব্যাপারে এই বিভাগ অডিট টিমকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান ও অডিট সংশোধনী প্রণয়ন ইত্যাদি কাজে সমন্বয় কারীর ভূমিকা পালন করিবে। এতদভিন্ন সাময়িক ভিত্তিতে ব্যাংকের শাখাসমূহের লেন-দেন পরীক্ষা করিবে।

২৭.১৩ব্যবস্থাপনা কমিটি সময়ে সময়ে এই সমস্ত বিভাগের কার্যক্রম পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করিতে পারিবে অথবা উপ-আইন মোতাবেক বিশেষ ধরনের ব্যবসা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য নতুন বিভাগ সৃষ্টি করিতে পারিবে।

নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার সংরক্ষন

২৮। ব্যাংকের দৈনন্দিন লেন-দেন শেষে হস্তে মজুদ নগদ অর্থ, গচ্ছিত স্বর্ণ পিন্ড ও স্বর্ণালংকার, প্রাইজবন্ড সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি সিনিয়র অফিসার (ক্যাশ)/অফিসার(ক্যাশ) ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক (হিসাব) এর যৌথ দায়ীত্বে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সীমার আওতায় ভল্টে সংরক্ষণ করিতে হইবে। তবে হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারী/কর্মকর্তাকে ক্যাশ শাখার কাজের দায়িত্ব দেওয়া যাইবে না।

তহবিল বিনিয়োগ

৯। ব্যাংকের যে তহবিল ব্যবসায় নিয়োজিত হয় নাই তাহা নিম্নোক্তভাবে বিনিয়োগ ও গচ্ছিত রাখা যাইবে ঃ-

(ক) কোন তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আমানত বা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সঞ্চয়পত্র বা অন্যকোন সিকিউরিটি আকারে।

(খ) ব্যাংকের কাজ কর্ম পরিচালনা বা ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় নহে এরূপ উদ্বৃত্ত থাকিলে উহার অনধিক ১০% অর্থ কোন কোম্পানীর শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা অন্য কোন সিকিউরিটিতে।

সাধারণ সভা

১০.১ ব্যাংকের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সাধারণ সভার উপর ন্যস্ত থাকিবে। ইহা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কাজকর্ম এবং ব্যাংকের ব্যবসা ও সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করিয়া ব্যাংকের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

১০.২ প্রত্যেক সদস্য সমিতি হইতে প্রতিনিধি সমন্বয়ে সাধারণ সভা হইবে।

১০.৩ প্রতিনিধি নিয়োগ লিখিতভাবে হইতে হইবে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি সময়ে সময়ে ইহা নির্ধারণ করিবেন এবং প্রতিনিধি ইহা সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ব্যাংকের রেজিষ্ট্রার্ড অফিসে জমা দিবেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা

১১.১ আইন এর ১৭(২) ধারা এবং বিধিমালার ১৩(২) ধারা মতে ১লা মে হইতে ২৯ শে জুনের মধ্যে সুবিধাজনক তারিখে ব্যাংকের বার্ষিক সাধারণ সভা প্রত্যেক সমবায় বৎসরে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হইবে।

১১.২ বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে ঃ-

(ক) বিগত বার্ষিক সাধারণ সভাসহ বিশেষ সাধারণ সভার কার্য বিবরণী অনুমোদন।

(খ) ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের উপর প্রণিত বাৎসরিক রিপোর্ট পর্যালোচনা ও অনুমোদন ।

(গ) বার্ষিক হিসাব বিবরণী বিবেচনা ও অনুমোদন।

(ঘ) উদ্বৃত্তপত্র ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা। নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রের এক কপি সাধারণ সভার নোটিশের সাথে প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(ঙ) পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন।

(চ) ঋণ গ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ ও অসদস্যদের নিকট হইতে আমানত গ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ।

(ছ) ব্যাংকের কোন সদস্য বা কর্মচারী কর্তৃক কোন অভিযোগ বা সদস্যপদ সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ত্রিশ দিন পূর্বে কোন নোটিশ ব্যাংকে দাখিল করা হইলে উক্ত বিষয়ে শুনানী, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(জ) ব্যাংকের কর্মচারী নিয়োগ বিধি ও চাকুরী বিধি অনুমোদন।

(ঝ) ব্যাংকের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখিত বিষয়ে নিরীক্ষকের বরাবরে প্রেরণের জন্য পরিপালন পত্র অনুমোদন।

(ঞ) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান বা ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল বা বিশেষ কোন সদস্যের বহিস্কার বা সমিতির অন্য কোন সদস্যকে বহিস্কার।

(ঝ) উপ-আইন সংশোধন বা পুনঃ প্রণয়ন।

(ঞ) আইন ও বিধিমালার আলোকে লাভ বন্টন করা।

(ট) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত অন্য যে কোন বিষয়ে বিবেচনা করা। সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভা কর্তৃক বিবেচিত কোন বিষয় বিবেচিত হওয়ার তারিখ হইতে ৬(ছয়)মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় যে কোন সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভায় পুনঃ বিবেচনা করিতে পারিবে।

বিশেষ সাধারণ সভা

৩২.১ বিশেষ সাধারণ সভা নিম্নোক্ত প্রয়োজনে অনুষ্ঠান করিতে হইবে ঃ-

(ক) সদস্যগনের লিখিত রিকুইজিশন মোতাবেক। আইনের ১৭(৮) (গ) ধারা মোতাবেক রিকুইজিশন হইতে হইবে।

(খ) আইন ও বিধিমালা মোতাবেক নিবন্ধকের নির্দেশক্রমে।

(গ) আইনের বিধান অনুসারে উক্ত সভা আহবানের প্রয়োজন হইলে।

(ঘ) ব্যবস্থাপনা কমিটি কোন বিশেষ কারণে উক্ত সভা আহবান প্রয়োজনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে।

(ঙ) ব্যাংকের পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করণের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি বা সরকারের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য অথবা অত্র ব্যাংকের সাথে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংককে একীভূত করার প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য।

(চ) একপঞ্চমাংশ সদস্য লিখিতভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট আবেদন করিলে।

৩২.২ সদস্যগণ কর্তৃক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের রিকুইজিশনে সভার উদ্দেশ্য বর্ণিত থাকিতে হইবে এবং উহা রিকুইজিশনকারীগণের স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং ইহা ব্যাংকের রেজিষ্টার্ড অফিসে প্রেরণ অথবা দাখিল করিতে হইবে।

৩২.৩ নোটিশে উল্লেখিত বিষয় ছাড়া বিশেষ সাধারণ সভায় অন্য কোন বিষয় আলোচিত হইতে পারিবে না।

সাধারণ সভার নোটিশ

৩৩.১ ব্যবস্থাপনা কমিটি বা উহার নির্দেশে ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন।

৩৩.২ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান ব্যতিত অন্যান্য ক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভা কিংবা বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ১৫(পনের) দিন পূর্বে প্রত্যেক সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নোটিশ মারফত অবহিত করিতে হইবে।

৩৩.৩ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত সাধারণ সভা কিংবা বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে জারী করিতে হইবে। তবে আইনের ধারা ২০(২) এর অধীন গৃহীত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য উল্লিখিত সময়সীমার বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হইবে না।

৩৩.৪ সাধারণ সভার নোটিশে সভার স্থান, তারিখ ও সময় এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণের স্থান, তারিখ, সময় এবং অন্যান্য আলোচ্যসূচী ও গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং আইনের বিধান অনুযায়ী বহুল প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সাধারণ সভার নোটিশ প্রচার করিতে হইবে।

৩৩.৫ নোটিশ জারী করা সত্ত্বেও কোন সদস্য নোটিশ প্রাপ্ত না হইলে তাহার অনুপস্থিতির কারনে কোন সভার কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।

৩৩.৬ **তলবী সাধারণ সভা ঃ-** তলবী সাধারন সভা আহবানের ক্ষেত্রে তলবকারী অন্ততঃ একপঞ্চমাংশ সদস্য হইতে হইবে এবং তলবকারী সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষরসহ উক্ত সভা আহবানের উদ্দেশ্য উল্লেখ করিতে হইবে এবং উহা ব্যাংকের নিবন্ধিত কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

সাধারণ সভার সভাপতি

৩৪.১ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত সাধারণ সভায় নির্বাচন পর্বে নির্বাচন কমিটির সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন।

৩৪.২ ৩৪.১ এর ক্ষেত্র ব্যতিত অন্যান্য ক্ষেত্রে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ সাধারণ সভার সভাপতি নির্বাচন করিবে। তবে সাধারণ সভার সভাপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের সভাপতি অথবা তাহার অবর্তমানে সহ-সভাপতি সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভাপতি ও সহ-সভাপতি উভয়ের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি নির্বাচন করিবেন।

৩৪.৩ সভাপতি যে কোন সদস্যকে সভায় বিশৃংখলা সৃষ্টির দায়ে সভাস্থল হইতে বহিস্কার করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ আদেশ প্রাপ্ত সদস্য অনতিবিলম্বে সভাস্থল ত্যাগ করিবেন। অনুরূপ বহিস্কৃত সদস্য সভাপতির অনুমতি ব্যতিত পুনরায় সভায় উপস্থিত হইতে ও ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না।

৩৪.৪ সভা পরিচালনায় বিশৃংখলা সৃষ্টি হইলে সভাপতি সভার কার্যক্রম স্থগিত করিয়া মূলতবী সভা অনুষ্ঠানের তারিখ ও সময় ঘোষণা করিতে পারিবেন। তবে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত সাধারণ সভা নির্বাচন কমিটির লিখিত রিকুইজিশন ব্যতিত স্থগিত কিংবা মূলতবী করা যাইবে না।

সাধারণ সভার কোরাম

৩৫.১ নোটিশ প্রদানের তারিখে সমবায় সমিতি আইনের ১৭(৫) ধারা মোতাবেক সাধারণ সভার কোরাম স্থিরিকৃত হইবে।

৩৫.২ নির্বাচন ব্যতিত সাধারন সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সভার কোরাম না হওয়া পর্যন্ত কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না।

৩৫.৩ সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের ১(এক) ঘন্টার মধ্যে কোরাম সংখ্যক সদস্য সভায় উপস্থিত না হইলে সাধারণ সভা মূলতবী হইবে এবং সভার সভাপতি লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক ভিন্ন কোন তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ না করিলে পরবর্তী সপ্তাহে একই দিনে একই সময়ে একই স্থানে মূলতবী সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

৩৫.৪ নির্বাচন ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সাধারণ সভায়/তলবী সাধারণ সভায় কোরাম পূরণ না হইলে সভা বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।

৩৫.৫ মূলতবী সাধারণ সভা কার্যক্রম শুরু করার জন্য কোরাম পুরনের প্রয়োজন হইবে না।

সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ভোট অনুষ্ঠান

৩৬.১ সাধারন সভায় প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত সংখ্যাগুরু সদস্যের ভোটে গৃহীত হইবে। প্রত্যেক সদস্য প্রতিটি বিষয়ে একটি মাত্র ভোট প্রদান করিতে পারিবেন। হাত তোলা অথবা ব্যালটের মাধ্যমে ভোট অনুষ্ঠিত হইবে। ভোট সংখ্যা সমান হইলে সভার সভাপতির একটি দ্বিতীয় অথবা নির্নায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৩৬.২ সভাপতি বিবেচনা করিলে এবং উপস্থিত সদস্যগণ হইতে অন্তত দশ শতাংশ দাবী না করিলে যে সিদ্ধান্ত সভায় ভোটে দেওয়া হইবে তাহা হাত তোলার দ্বারাই মীমাংসিত হইবে এবং যদি ব্যালটে ভোট দাবী না করা হয় তাহা হইলে সভাপতি এই মর্মে ঘোষণা করিবেন যে, হাত তোলার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে অথবা নাকচ হইয়াছে এবং সভার বহিতে চূড়ান্ত প্রমান হিসাবে এই মর্মে রেকর্ড করিবে যে, সিদ্ধান্ত যথানিয়মে গৃহীত হইয়াছে অথবা নাকচ হইয়াছে। কিন্তু সিদ্ধান্তের পক্ষে অথবা বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা অথবা প্রদত্ত ভোটের অংশ প্রামান্য রেকর্ড থাকিবে না। তবে কোন সদস্য তাহার নাম সিদ্ধান্তের পক্ষে অথবা বিপক্ষে ভোট দাতা হিসাবে রেকর্ডের জন্য দাবী করিতে পারিবেন।

৩৬.৩. সভাপতির সম্মতিক্রমে যদি ভোটা-ভূটি যথাযথভাবে দাবী করা হয় তাহা হইলে সভায় সভাপতির নির্দেশিত পদ্ধতিতে ও র্নিধারিত সময়ে ইহা গ্রহণ করা হইবে এবং যে বিষয়ে ভোটাভুটি দাবী করা হইয়াছে ভোটের ফলাফল সে বিষয়ে সভার সিদ্ধান্ত হিসাবে পরিগনিত হইবে।

৩৬.৪ সভাপতি নির্বাচন অথবা সভা মূলতবীর প্রশ্নে ভোটা-ভুটি দাবী করা হইলে তাহা তৎক্ষনাৎ গৃহীত হইবে।

৩৬.৫. ভোট গ্রহণ করা হইলে ঃ-

(ক) বিধি মালা-২০(২) অনুযায়ী সভাপতি অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে ভোট ব্যালটের মাধ্যমে হইবে।

(খ) সিদ্ধান্তের পক্ষে বিপক্ষে ভোট দাতার সংখ্যা সভার কার্যবিবরণীতে রেকর্ড করিতে হইবে।

(গ) ভোটাভুটিতে কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে অথবা বিপক্ষে কোন সদস্য তাহার নাম রেকর্ড করার দাবী করিতে পারিবে।

সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

৩৭.১ ব্যাংকের সাধারণ সভার কার্যবিবরণী একটি পৃথক বহিতে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

৩৭.২ কার্যবিবরণীতে সভায় উপস্থিত সদস্য সমিতি সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের নাম ও সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং সভার ধারা বিবরণী লিপিবদ্ধ থাকিবে এবং উহা পরবর্তী সাধারণ সভায় পেশ করিতে হইবে।

৩৭.৩ যদি অধিবেশনের অব্যবহিত পরে কার্য বিবরণী লেখা না হয় এবং সভার সভাপতি স্বাক্ষরিত না হয় তাহা হইলে সভা শেষ হইবার ৭২ ঘন্টার মধ্যে সর্ব প্রকার পরিবর্তন অথবা সংশোধনমুক্ত বিবরণী লিখিয়া উহাতে সভার সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষর করাইতে হইবে। এইরূপ স্বাক্ষরিত কার্যবিবরণী সভার কার্যের চূড়ান্ত প্রমান রূপে গণ্য হইবে।

৩৭.৪ বিরুদ্ধ প্রমান না হইলে ব্যাংকের প্রত্যেকটি সাধারণ সভা যাহার কার্যবিবরণী পূর্ববর্ণিত ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে উহা যথাযথভাবে আহুত এবং অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গন্য করা হইবে।

৩৭.৫ সাধারণ সভার কার্যবিবরণীসহ সভায় উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষরিত নামের তালিকার ছায়ালিপি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি কিংবা মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক সভা অনুষ্ঠানের অনধিক পনের দিনের মধ্যে নিবন্ধকের নিকট লোক মারফৎ অথবা প্রাপ্তি স্বীকার প্রত্যায়নসহ রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে।

ব্যবস্থাপনা কমিটি

৩৮। ব্যাংকের সমস্ত কারবার পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হইবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি ব্যাংক গঠন এবং রেজিষ্ট্রী সংক্রান্ত যাবতীয় খরচাদী করিতে পারিবে এবং সমবায় আইন ও বিধিমালা এবং ব্যাংকের উপ-আইনে সাধারণ সভার জন্য নির্ধারিত ক্ষমতা ভিন্ন অন্যান্য সকল ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবে এবং ব্যাংকের কার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনার প্রয়োজনীয় সকল চুক্তি সম্পাদন, ব্যবস্থা গ্রহণ, পদক্ষেপ গ্রহণ ও অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় কার্যাদি যাহা করা প্রয়োজন তাহা সমস্তই করিতে পারিবে। যে উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বাস্তবায়ন, ব্যাংকের স্বার্থ সংরক্ষন ও সমৃদ্ধির জন্য ব্যাংক কর্তৃক যাহা প্রয়োগ করা অথবা করা প্রয়োজন তাহা আইন ও বিধিমালা ও ব্যাংকের উপ-আইন এবং সময় সময় ব্যাংকের সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত বিধি বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটি তাহার সমস্তই করিতে পারিবে। এই উপ-আইনের ৪.১ নং ধারায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলীও বাস্তবায়ন করিবে।

ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

৩৯.১ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটি বিধিমালার ২৩ বিধি মতে ১২ সদস্য বিশিষ্ট হইবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির $\frac{১}{৩}$ অংশ অর্থাৎ ৪ জন সদস্য আইনের ১৮(২) ধারামতে সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবে এবং অবশিষ্ট ৮ জনের মধ্যে ১(এক) জন সভাপতি ১(এক) জন সহ-সভাপতি, ৬(ছয়) জন সদস্য বিধি মালার ২২(২) বিধির শর্ত সাপেক্ষে আইনের ১৮(২) এবং সমবায় সমিতি সংশোধন আইন-২০০২ প্রতিপালন সাপেক্ষে বিধি মালার-২৫(৩) মতে সরাসরি গোপন ভোটে নির্বাচিত হইবে।

৩৯.২ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এবং সহ-সভাপতি বিধিমালার ২৫(৩) বিধি মোতাবেক ব্যাংকের সমগ্র কার্যকরী এলাকার সকল বৈধ সদস্য সমিতির প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবে।

৩৯.৩ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৬ জন সদস্য নির্বাচনের জন্য বিধিমালা-২৫(২) বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক বিভাগ ভিত্তিক ৬টি নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করিবেন। প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকা হইতে ১(এক) জন সদস্য ঐ এলাকার সকল বৈধ সদস্যের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবে।

৩৯.৪ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত নিম্নোক্ত নিয়মাবলী পালন করিতে হইবে ঃ-

(ক) ব্যবস্থাপনা কমিটির বিভিন্ন পদে নির্বাচনে প্রার্থিতার জন্য সদস্য সমিতি সমূহকে সমবায় আইনের-১৯ ধারা, বিধিমালার-২৪ বিধি এবং নিবন্ধক কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার মোতাবেক অবশ্যই যোগ্য হইতে হইবে।

(খ) সদস্য সমিতির মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচনে প্রার্থীতার জন্য অবশ্যই সমবায় আইনের ১৯(২)(ঘ) এবং বিধিমালার ২৪(৪) বিধি এবং নির্বাচন সংক্রান্ত নিবন্ধক ও সরকার কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার মোতাবেক যোগ্য প্রতিনিধি হইতে হইবে।

(গ) সদস্যভূক্ত বিলুপ্ত ঘোষিত বা বিলোপের প্রক্রিয়াধীন অথবা নিষ্ক্রিয়/অকার্যকর হিসাবে চিহ্নিত সমিতির মনোনীত প্রার্থী নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার/ভোট দানের অযোগ্য বিবেচিত হইবে।

(ঘ) নির্বাচনের প্রার্থীতার জন্য সদস্য সমিতির মনোনীত প্রার্থী মনোনয়ন বিধিমালার ২৪(৪) বিধি মোতাবেক মনোনয়নকারী সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অনুমোদন থাকিতে হইবে এবং কমিটির সভার সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের অনুলিপি সভাপতি কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

(ঙ) সরকার কর্তৃক যথারীতি মনোনীত প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দান ও প্রার্থী হইতে পারিবেন।

(চ) এক ব্যক্তি একভোট এবং এক ব্যক্তি একাধিক পদে বা নিজ এলাকা বর্হিভূত নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(ছ) বিধিমালার ২২(২) বিধি মোতাবেক অন্য যে কোন জাতীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য অত্র ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থী হিসাবে অযোগ্য বিবেচিত হইবেন।

(জ) ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচনে ভোট দানের জন্য সদস্য সমিতির প্রতিনিধিকে অবশ্যই সমবায় আইনের-১৯(১) ও বিধিমালার-২৪(৪), ৮৭ ও ৮৮ বিধি মোতাবেক যোগ্য প্রতিনিধি হইতে হইবে এবং বিধিমালার ২৪(৪) বিধির প্রোভিশো মোতাবেক প্রতিনিধি প্রেরণকারী সদস্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উক্ত প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্বের অনুমোদন থাকিতে হইবে এবং কমিটি সভার সিদ্ধান্তের অনুলিপি সভাপতি কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

(ঝ) সরাসরি ঋণ গ্রহিতা প্রাথমিক সমিতি সমূহ (সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাংক সমূহ বাদে) এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক/কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ঋণ গ্রহিতা যে সকল প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমূহ অত্র ব্যাংকের সদস্যভূক্ত তাহাদিগকে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে অংশ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য তাহাদের গৃহীত পরিশোধযোগ্য কর্জের ৭৫% পরিশোধক্রমে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে।

(ঞ) বিধিমালার ২৪(২) বিধি মোতাবেক কোন ব্যক্তি একবার কোন সদস্য প্রাথমিক বা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে ব্যাংকের নির্বাচনে প্রার্থী হইলে/প্রতিনিধিত্ব করিলে পরবর্তীতে তিনি প্রথমোক্ত সমিতির প্রতিনিধি ব্যাতিত অন্য কোন সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে ব্যাংকের নির্বাচনে প্রার্থী হইতে/অংশ গ্রহণ করিতে/প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন না।

৩৯.৫ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম সভার তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য কমিটির মেয়াদ কার্যকর থাকিবে এবং সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন-২০০২ এর ২(৫) ধারা মতে মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বিলুপ্ত হইবে।

৩৯.৬ ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই সমবায় আইন ও বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল পদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

৩৯.৭ সমবায় সমিতি সংশোধন আইন-২(৮) ধারা মোতাবেক কোন ব্যক্তি একনাগাড়ে পর পর ২ বারের অধিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সহ-সভাপতি/সদস্য পদে নির্বাচিত হইতে পারিবে না। ২ বার একনাগাড়ে নির্বাচিত হওয়ার পর মেয়াদান্তে ৩(তিন) বৎসর (এক মেয়াদ) অবসর গ্রহনের পর পুনরায় নির্বাচনের প্রার্থী হইতে পারিবেন।

৩৯.৮ ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যপদ শুন্য হইলে আইনের ২০(১) ধারা মতে অবশিষ্ট সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার যোগ্য সমিতির যোগ্য প্রতিনিধিকে শুন্যপদে ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী সভায় কো-অপ্ট করিবে।

ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা ইত্যাদি

৪০.১ বিধি মালার-৪৬ বিধি মোতাবেক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটি (৩৯.২(৩৯.৩) (৩৯.৪) (৩৯.৫) (৩৯.৬) ও (৩৯.৭) উপ-আইনের বিধান অনুযায়ী নিম্নোক্ত সকল অথবা যে কোন কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে ঃ-

(ক) নতুন সদস্য ভর্তি।

(খ) সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে আইন-বিধি ও এই উপ-আইনের বিধান মোতাবেক বর্তমান কোন সদস্যকে অপসারন, বহিস্কার বা সদস্যপদ স্থগিত অথবা জরিমানা করা।

(গ) তহবিল উন্নীত করন।

(ঘ) তহবিল বিনিয়োগ।

(ঙ) ব্যাংকের স্বার্থে মামলা দায়ের, পরিচালনা বা আপোষ করা।

(চ) শেয়ার আবেদন পত্র নিস্পত্তি করা।

(ছ) ঋণের আবেদন নিস্পত্তি এবং তৎবিপরীতে জামানত নির্ধারণ করা।

(জ) বিশেষ ধরনের কাজের জন্য নিবন্ধকের পূর্বানুমোদনক্রমে উপ-কমিটি গঠন করা। তবে ব্যাংকের দৈনন্দিন বা রুটিন কাজের জন্য কোন উপ-কমিটি গঠন করা যাইবে না।

৪০.২ বার্ষিক ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার অধিক পরিমানে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিবন্ধকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। তবে কোন তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আমানত রাখা অথবা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সঞ্চয় পত্র ক্রয়ের জন্য নিবন্ধকের পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন হইবে না।

৪০.৩ ব্যাংকের কার্যাদী সুষ্ঠভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে নিয়োগ কমিটি গঠনপূর্বক উপযুক্ত সংখ্যক বেতনভূক কর্মকর্তা/কর্মচারী উন্মুক্ত প্রতিযোগীতার মাধ্যমে নিয়োগ করা। তবে ব্যাংকের নিয়োগ কমিটি ও নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং নিয়োগ কমিটিতে সরকার ও নিবন্ধকের প্রতিনিধি অন্ত র্ভূক্ত থাকিতে হইবে।

৪০.৪ ব্যাংকের উপ-আইন এবং ব্যাংকের বেতনভূক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, নিয়োগ বিধিমালা, গৃহ-নির্মাণ আগাম বিধিমালা, মোটর সাইকেল আগাম বিধিমালা, কম্পিউটার আগাম বিধিমালা, প্রভিডেন্ট ফান্ড বিধিমালা, গ্র্যাচুইটি নীতিমালা, কর্মচারী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা ইত্যাদি প্রনয়ণ, সংশোধন, সংযোজন ও অনুমোদন করা।

৪০.৫ ব্যবস্থাপনা কমিটি ব্যাংকের স্বার্থে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতন স্কেল অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন, ভাতাদী নির্ধারণ এবং উহা অনুমোদিত চাকুরী বিধিতে সংযোজন করিতে পারিবে।

৪০.৬ ব্যাংকের উপ-আইনের বিধান অনুসরণপূর্বক ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুর্ধ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা মূল্যের কোন দ্রবাদি কোটেশন ব্যতীত বাজার হইতে সরাসরি প্রতিযোগীতামূলক মূল্যে ক্রয় করিতে পারিবে।

৪০.৭ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত মূল্য মানের কোন দ্রব্য স্পট কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয় করা যাইবে এবং এই ক্ষেত্রে আবশ্যিক ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা কর্তৃক কমপক্ষে ৩টি প্রতিষ্ঠানের দরগ্রহণের মাধ্যমে বাজার যাচাই করিতে হইবে।

৪০.৮ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের পণ্য দরপত্র কমিটি গঠনপূর্বক দেওয়াল টেন্ডারের মাধ্যমে এবং ইহার অতিরিক্ত মূল্যের কোন দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য দরপত্র কমিটি গঠন ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করিতে হইবে।

৪০.৯ উন্নয়ন খাতের প্রকল্পে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি বিধান প্রযোজ্য হইবে।

তবে কোন সমবায় সমিতি বা সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত ক্রয় সংক্রান্ত শর্ত সমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী

৪১। সকল প্রকার লেন দেনে ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় আইন, বিধিমালা ও উপ-আইনের বিধি বিধান অনুসরন এবং সাধারণ সভার নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নোক্ত কার্য সম্পাদন করিবেন ঃ-

(ক) আর্থিক লেনদেন,

(খ) ব্যাংকের সম্পদ ও দেনাসহ আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষন।

(গ) বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য-

(অ) ব্যাংকের কার্যাবলী সংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন।

(আ) নিম্নোক্ত বিষয়াবলী সম্বলিত বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত ঃ-

(১) নগদ অর্থের হিসাব (ক্যাশ একাউন্ট)

(২) উদ্বৃত্ত পত্র (ব্যালেন্স শীট)

(৩) লাভ লোকসান হিসাব (প্রফিট এন্ড লস একাউন্ট)

(৪) লাভ লোকসান বন্টন হিসাব (প্রফিট এন্ড লস এপ্রোপ্রিয়েশন একাউন্ট)

(ঘ) নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় হিসাব বিবরণী প্রণয়ন এবং নিবন্ধক বা নিরীক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষকের নিকট উপস্থাপন।

(ঙ) নিবন্ধকের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ।

(চ) সমিতির বিভিন্ন হিসাবপত্র নিয়মিতভাবে উপযুক্ত হিসাবের বহিতে উত্তোলন।

(ছ) সদস্য বহি হালনাগাদ করিয়া সংরক্ষণ।

(জ) সমিতি পরিদর্শনে ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষকে পরিদর্শন কাজে সহায়তা (পরিদর্শন আইন ও নিয়মাবলী অনুযায়ী হইতে হইবে)।

(ঝ) সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভা আহবান।

(ঞ) যথাসময়ে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা আহবান।

(ট) ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম যে উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে কিনা এবং সঠিকভাবে উহা আদায় হইতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য রাখা।

(ঠ) সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত বকেয়া ঋণ ও অগ্রিম আদায়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ড) সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যাংকের উন্নয়নের স্বার্থে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ঢ) ঋণ গ্রহিতা সদস্য সমিতির ঋণ আদায়, তদারকী ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ণ) সমিতির সাধারণ সভায় প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

(ত) এই উপ-আইনে উল্লেখ নাই এমন কোন বিষয়ের উদ্ভব হইলে সদস্য সমিতির স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

৪২.১ ব্যাংকের ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রতি দুই মাসে অন্ততঃ একবার এবং যতবার আবশ্যক হইবে ততবার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে। তবে ব্যবস্থাপনা কমিটির বিবেচনাযোগ্য কোন বিষয় না থাকিলে সভাপতির অনুমোদনক্রমে মহাব্যবস্থাপক সভা আহবানের পরিবর্তে উহা কমিটি সদস্যগণকে জানাইয়া দিবেন।

৪২.২ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যকে সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে পরিস্কার ৭(সাত) দিন পূর্বে সভার তারিখ, স্থান, সময় ও আলোচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করিয়া লিখিত নোটিশ দিতে হইবে। সমবায় নিয়মাবলীর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সভা ব্যাংকের রেজিষ্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হইবে।

৪২.৩ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার নোটিশে উল্লেখিত হয় নাই এমন জরুরী যে কোন বিষয় সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে সভায় বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা যাইবে।

৪২.৪ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির সিদ্ধান্তক্রমে বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের লিখিত সম্মতিতে স্বল্প সময়ের নোটিশে ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু জরুরী সভার কার্যবিবরণী ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী নিয়মিত সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে।

৪২.৫ উপস্থিত থাকিলে ব্যাংকের সভাপতি সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তিনি উপস্থিত না থাকিলে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সভাপতি বা সহ-সভাপতি উপস্থিত না থাকিলে উপস্থিত ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে এক জনকে ঐ সভার সভাপতি নির্বাচন করিবেন।

৪২.৬ ব্যবস্থাপনা কমিটির বিদ্যমান সদস্য সংখ্যার এক দ্বিতীয়াংশ (৫০%) সদস্যের উপস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কোরাম পূর্ণ হইবে এবং কোরাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সভার কার্য আরম্ভ করা যাইবে না। নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী একঘন্টা পর্যন্ত কোরামের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে এবং উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোরাম পূর্ণ না হইলে আহুত সভা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৪২.৭ সভার প্রত্যেক সিদ্ধান্ত সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইবে। উভয় পক্ষে ভোট সমান হইলে সভাপতি একটি দ্বিতীয় বা নির্নায়ক ভোট দিতে পারিবেন।

৪২.৮ ব্যবস্থাপনা কমিটির যে কোন ৪ জন সদস্য তলবী সভা দাবী করিতে পারিবেন।

৪২.৯ দাবী নামায় সভার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে। দাবী নামায় দাবীকারকগণের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে এবং উহা ব্যাংকের রেজিষ্ট্রার্ড অফিসে দাখিল করিতে হইবে।

৪২.১০ বিধিমালার ৪৫(৩) বিধি মোতাবেক তলবী সভার নোটিশে উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয় সভায় আলোচিত হইবে না।

৪২.১১ সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্ধারিত বহিতে উপস্থিত কমিটি সদস্যের নামসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রত্যেক সভার বিবরণী পরিস্কারভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য দাখিল করিতে হইবে। সভায় অনুমোদনের পর উক্ত সভার সভাপতি উহাতে অনুমোদনসূচক স্বাক্ষর করিবেন।

৪২.১২ সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্য সভার হাজিরা বহিতে তাহার নাম স্বাক্ষর করিবেন।

সভাপতি এবং সহ-সভাপতি

৪৩.১ সমবায় সমিতি বিধিমালা এবং এই সমস্ত উপ-আইন এবং সাধারণ সভা বা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী সভাপতি ও সহ-সভাপতি তাহাদের উপর আরোপিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কর্তব্য পালন করিবেন।

৪৩.২ সভাপতি অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি ঋণ বরাদ্দ ব্যতিত; জরুরী প্রয়োজনে বিধিমালা, নিয়মাবলী এবং এই সমস্ত উপ-আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল ক্ষমতা এবং দায়িত্ব প্রয়োগ ও পালন করিতে পারিবেন। সভাপতি অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল আদেশ প্রদানের অব্যবহিত পরবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সদস্যগণের অবগতির জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে। তবে সভাপতি অথবা সহ-সভাপতি যেই হোক না কেন ব্যবস্থাপনা কমিটির আদেশ অথবা সভার সিদ্ধান্তের বিপক্ষে কোন কিছু করিতে পারিবেন না অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার জন্য যে সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারিত আছে সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন না।

মহাব্যবস্থাপক

৪৪.১ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক এর কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন লোককে মহাব্যবস্থাপক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে অথবা সরকার একজন সরকারী কর্মকর্তাকে প্রেষনে মহাব্যবস্থাপক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে। তিনি সমবায় নিয়মাবলী অনুযায়ী ব্যাংকের সেক্রেটারী হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

৪৪.২ ব্যাংকের আর্থিক কোন বিষয়ে মহাব্যবস্থাপকের সহিত ব্যবস্থাপনা কমিটির মত পার্থক্য দেখা দিলে বিষয়টি সমবায় বিধিমালার ৫৩(ক) বিধি অনুযায়ী সিদ্ধান্তের জন্য নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং নিবন্ধকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

মহাব্যবস্থাপকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

৪৫.১ মহাব্যবস্থাপকের ক্ষমতা ঃ-

বিধিমালার ৫১ বিধির আলোকে মহাব্যবস্থাপক নিম্নোক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন ঃ-

(ক) ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।

(খ) ব্যবস্থাপনা কমিটির পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক কোন সদস্যের উপর জরিমানা আরোপ, সদস্যপদ স্থগিত এবং বহিস্কার করিতে পারিবেন।

(গ) তিনি ব্যাংকের পক্ষে/বিপক্ষে কোন মামলা দায়ের বা মামলা পরিচালনা এবং ব্যাংকের পাওনাদার বা দেনাদার গণের দেনা পাওনার হিসাব নিস্পত্তির জন্য আপোষ বা সালিশের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

৪৫.২ মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্ব হইবে ঃ- ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটি ভিন্নরূপ কোন নির্দেশ প্রদান না করিলে মহাব্যবস্থাপক সাধারণভাবে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করিবেন ঃ-

(ক) ব্যাংকের অভ্যন্তরীন ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নিয়ন্ত্রণ ও তাহাদের কাজ তদারকী করা।

(খ) রশিদ প্রদান করিয়া ব্যাংকের পক্ষে সর্ব প্রকার অর্থ গ্রহণ।

(গ) ব্যাংকের সকল প্রকার ব্যবস্থাপনা ও কার্যকরী ব্যয় যেমন- কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও বোনাস, মামলা খরচ, ডাক খরচ, তারবার্তা খরচ, মনোহারী দ্রবাদি খরচ, ছাপা খরচ, বিজ্ঞাপন খরচ, ভ্রমণ খরচ, বৈদ্যুতিক খরচ এবং অন্যান্য অনুরূপ আনুসংঙ্গিক ব্যয় পরিশোধ করা।

(ঘ) ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত গৃহ-নির্মাণ আগাম, মোটর সাইকেল আগাম, কম্পিউটার আগাম ও অনুরূপ অন্যান্য আগাম ছাড় করা।

(ঙ) ব্যাংকের পক্ষে গৃহীত অর্থ বিধিমালার বিধান মোতাবেক জমা প্রদান বা বিনিয়োগ করা।

(চ) ব্যাংকের আর্থিক কার্যকলাপের যথার্থ ও নির্ভূল হিসাব সংরক্ষণ করা।

(ছ) ব্যাকের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান এবং আলোচ্য সূচী মোতাবেক সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে সদস্যগণকে সভার কার্যপত্র প্রেরণ করা।

(জ) ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সদস্যের নিকট ব্যাংকের আয় ব্যয় হিসাব যথাযথভাবে পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা।

(ঝ) ব্যাংকের দৈনন্দিন অন্যান্য কার্যাদী সম্পন্ন করা।

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের ভাতা

৪৬.১ বিধিমালার-৩৭ বিধি মোতাবেক ব্যাংকের বাৎসরিক বাজেটে সংস্থান থাকিলে সাধারন সভার অনুমোদনক্রমে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যগণকে কোন বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য কার্য ভাতা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ও বিভিন্ন উপ-কমিটির সভায় উপস্থিতির জন্য উপস্থিতি ভাতা, যাতায়াত ভাতা, ও উৎসাহ ভাতা প্রদান করা যাইবে।

৪৬.২ উপ-আইন ৪৫.১ এ উল্লেখিত যাতায়াত ভাতা রেল, নৌ ও সড়ক পথে প্রকৃত ভাড়ার দিগুন, বিমান পথে প্রকৃত ভাড়ার ১.২ (এক দশমিক দুই) গুণ এবং উপস্থিতি ভাতা হিসাবে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকার বেশী হইবে না।

৪৬.৩ ব্যাংক পরিচালনায় পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ কার্য ভাতা ও উপস্থিতি ভাতার অতিরিক্ত হিসাবে বিধিমালা-২০০৪ কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে পরবর্তী সময়ের নীট মুনাফা হইতে নির্ধারিত হারে উৎসাহ ভাতা গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে এই ভাতার পরিমান সংশ্লিষ্ট বৎসরের প্রাপ্ত নীট মুনাফার ৫(পাঁচ) শতাংশের বেশী এবং প্রতি সদস্যের ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার উর্ধে হইবে না।

৪৬.৪ সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত হারে ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানিত কোন সদস্য সভায় যোগদান অথবা ব্যাংকের কাজে কোথাও ভ্রমণে গেলে দৈনিক ভাতা প্রাপ্ত হবেন।

ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচিত কোন সদস্যের অপসারন, বহিস্কার ইত্যাদি

৪৭.১ বিধি মালার-৩৯ বিধি মোতাবেক সরকার বা নিবন্ধক কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য ব্যতীত অন্য কোন নির্বাচিত সদস্যকে এতদুদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তাহার পদ হইতে অপসারন করা যাইতে পারে।

৪৭.২ সরকার বা নিবন্ধক কর্তৃক মনোনীত সদস্য ব্যতীত অন্য কোন নির্বাচিত সদস্য ব্যাংকের সভাপতির লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত ব্যবস্থাপনা কমিটির পর পর ৪টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে ব্যবস্থাপনা কমিটি উহার সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উক্ত সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারন করিতে পারিবেন। তবে এইরূপ অপসারনের পূর্বে পর পর ৩টি সভায় কোন সদস্য অনুপস্থিত থাকিলে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে তাহার অনুপস্থিতি সম্পর্কে এবং পরবর্তী সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার সদস্যপদ বাতিল হইবে মর্মে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

৪৭.৩ উপ-আইনের ৪৭.২ অনুযায়ী কোন সদস্যকে অপসারণ করিলে বিষয়টি ব্যাংকের সকল সাধারন সদস্যকে পত্র মারফত অবহিত করিতে হইবে।

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যপদের অবসান

৪৮। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পদের অবসান ঘটিবে যদি সংশ্লিষ্ট সদস্য ঃ-

(ক) আইনের ১৯ ও ২২ ধারা অনুযায়ী কোন প্রকারে অযোগ্য হইলে অথবা বিধিমালার-২৪ বিধি অনুসারে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পদের অযোগ্য হইলে।

(খ) পদত্যাগ করিলে।

(গ) মৃত্যুবরণ করিলে।

(ঘ) যে সদস্য সমিতির প্রতিনিধিত্ব করেন উক্ত সমিতিতে তাহার সদস্যপদের অবসান ঘটিলে অথবা প্রতিনিধিত্বকারী সমিতি সদস্যপদ প্রত্যাহার করিলে অথবা বিলুপ্ত হইলে।

(ঙ) মেয়াদ শেষ হইলে।

মুনাফা বন্টন

৪৯। আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সাধারণ সভার অনুমোদন ক্রমে নিম্নোক্তভাবে নীট মুনাফা বন্টন করা যাইবে ঃ-

(ক) ১৫% অথবা তদুর্ধ পরিমান সংরক্ষিত তহবিলে,

(খ) ১০% অথবা তদুর্ধ পরিমান মন্দ ও সন্ধিগ্ধ ঋণের সংরক্ষিত তহবিলে,

(গ) ১০% অথবা তদুর্ধ পরিমান মন্দ ও সন্ধিগ্ধ ঋণের সুদের সংরক্ষিত তহবিলে,

(ঘ) ৩% সমবায় উন্নয়ন তহবিলের চাঁদা।

(ঙ) অনুর্ধ ৫% ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের উৎসাহ ভাতা, তবে সদস্যপ্রতি প্রতি বছর ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকার অধিক নহে।

(চ) অনুর্ধ ৫% কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উৎসাহ ভাতা, তবে বছরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর ২ মাসের মুল বেতনের অধিক নহে।

(ছ) অবশিষ্ট মুনাফা লভ্যাংশ আকারে সদস্যদের মাঝে বন্টন। তবে লভ্যাংশ পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ৭৫% এর অধিক হইবে না। শেয়ারের কোন অংশ অপরিশোধিত থাকিলে ডিভিডেন্ড এর টাকা শেয়ার খাতে সমন্বয় করা হইবে।

বিধিবদ্ধ সংরক্ষিত তহবিল

৫০.১ ব্যবসা হইতে প্রাপ্ত কোন মুনাফা থাকিলে তৎদ্বারা ব্যাংক সংরক্ষিত তহবিল গঠন করিবে।

৫০.২ বিধিবদ্ধ সংরক্ষিত তহবিল গঠিত হইবে ঃ-

(ক) ১৫% অথবা উচ্চতর হারে নীট মুনাফার টাকা বৎসরান্তে তহবিলে স্থানান্তরের দ্বারা।

(খ) ভর্তি ফিস।

(গ) সমস্ত বাজেয়াপ্ত শেয়ারের মূল্য।

(ঘ) তামাদি হইয়া যাওয়া ডিভিডেন্ট এবং জরিমানার টাকা।

৫০.৩ ব্যাংক সংরক্ষিত তহবিলের মালিক হইবে এবং ইহা অবিভাজ্য হইবে এবং ইহার কোন অংশে কোন সদস্যের কোন দাবী থাকিবে না।

সংরক্ষিত তহবিল (রিজার্ভ ফান্ড) এর ব্যবহার

৫১.১ ব্যাংকের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত পরিমান সংরক্ষিত তহবিল ব্যাংকের ব্যবসা পরিচালনার প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইবে ঃ-

(ক) ব্যাংকের নিজস্ব মূলধন ঋণকৃত মুলধন অপেক্ষা কম হইলে সংরক্ষিত তহবিলের সর্বোচ্চ ২৫%।

(খ) ব্যাংকের নিজস্ব মূলধন ঋণকৃত মুলধনের সমান অথবা অধিক হইলে সংরক্ষিত তহবিলের সর্বোচ্চ ৫০%।

(গ) ব্যাংকের কোন ঋণকৃত মুলধন না থাকিলে সংরক্ষিত তহবিলের সম্পূর্ণ অংশ।

তবে উপরোক্ত শর্ত সমূহের আওতা বর্হিভূত ভাবে সংরক্ষিত তহবিল বিনিয়োগ করিতে হইলে নিবন্ধকের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

৫১.২ ব্যাংকের সাধারণ সভায় সংরক্ষিত তহবিল ব্যবসার কাজে ব্যবহারের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হইলেও উক্ত সীমার মধ্যে থাকিয়া সংরক্ষিত তহবিলের কি পরিমান প্রকৃত পক্ষে ব্যাংকের ব্যবসায় ব্যবহার করা হইবে তাহা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় নির্ধারণ করিতে হইবে।

৫১.৩ নিবন্ধকের পূর্বানুমোদনক্রমে সংরক্ষিত তহবিল ব্যাংকের চুক্তি মোতাবেক ঋণের জামানত হিসাবে ব্যবহার করা হইবে।

সংরক্ষিত তহবিল বিনিয়োগ

৫২। সংরক্ষিত তহবিল ব্যংকের কারবারে ব্যবহৃত না হইলে উহা নিম্নোক্তভাবে বিনিয়োগ অথবা গচ্ছিত থাকিবে ঃ-

(ক) সরকারী সঞ্চয়পত্রে, ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে অথবা অনুরূপ কোন সিকিউরিটিতে।

(খ) ১৮৮২ সালের ট্রাষ্ট আইনের ২০ ধারার "ই" উপ-ধারা বাদে যে কোন সিকিউরিটিতে।

(গ) তফসিলী বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসাবে।

লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ট), বোনাস ইত্যাদি প্রদান

৫৩.১ ব্যাংকের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ৭৫% পর্যন্ত লভ্যাংশ প্রদান করা যাইবে। তবে নিবন্ধকের অনুমতি ক্রমে উল্লেখিত হার বৃদ্ধি করা যাইবে।

৫৩.২ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ এবং সাধারণ সভার অনুমোদন ব্যতিত কোন লভ্যাংশ বিতরণ করা যাইবে না।

৫৩.৩ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে নীট মুনাফার সর্বোচ্চ ৫% অর্থ ব্যাংকের বেতনভূক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে উৎসাহ ভাতা হিসাবে প্রদান করা যাইবে। তবে উক্ত ভাতা কোন ক্রমেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর দুই মাসের মুল বেতনের অধিক হইবে না।

সদস্য সমিতিকে উপ-আইন এবং স্থিতিপত্র সরবরাহ

৫৪। ব্যবস্থাপনা কমিটি যেরূপ নির্ধারণ করে সেরূপ ফিস (যদি কিছু থাকে) পরিশোধ সাপেক্ষে সকল সদস্য সমিতিকে উপ-আইনের ১টি কপি ও বার্ষিক স্থিতি পত্রের ১টি কপি সরবরাহ করা যাইবে।

সদস্য কর্তৃক খাতাপত্র পরীক্ষা

৫৫। সদস্যগণ ব্যাংকের হিসাব এবং খাতাপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন কিনা, অথবা পারিলে কোন পর্যন্ত, কোন সময়, কোন স্থানে এবং কি শর্তে অথবা কোন বিধান অনুযায়ী পরিদর্শণ করিতে পারিবেন নিবন্ধকের অনুমোদন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটি তাহা স্থির করিবেন এবং সাধারণ সভায় ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে কোন সদস্যের (ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্য না হইলে) ব্যাংকের হিসাব, খাতাপত্র ও দলিলাদি পরিদর্শনের ক্ষমতা থাকিবে না।

খাতাপত্র সদস্য কর্তৃক পরিদর্শন এবং কপি সরবরাহ

৫৬.১ ব্যাংকের কার্যালয়ে বিনা ব্যয়ে পরিদর্শনের জন্য যুক্তি সংগত সময়ে নিম্নোক্ত রেকর্ডপত্র খোলা থাকিবে ঃ-

(ক) আইনের একটি কপি,

(খ) বিধিমালার ১টি কপি,

(গ) উপ-আইনের ১টি কপি,

(ঘ) সর্বশেষ নিরীক্ষিত স্থিতি পত্রের একটি কপি।

(ঙ) সদস্য সমিতির রেজিষ্টার এবং

(চ) ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের রেজিষ্টার।

৫৬.২ যে দলিল সদস্যদের মধ্যে যাহার পরিদর্শন করার অধিকার আছে উহার সত্যায়িত নকল পাইবার জন্য আবেদন করিলে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক স্থিরিকৃত এবং নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত শর্তে উহা সরবরাহ করা যাইবে।

৫৬.৩ এইরূপ নকল বা উহার অংশ সরবরাহের জন্য প্রতি একশত শব্দের জন্য দশ টাকা হিসাবে মূল্য দিতে হইবে।

বিবাদ নিস্পত্তি

৫৭। আইনের ৯ অধ্যায়ে বর্ণিত কোন বিবাদ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমাধান করিতে না পারিলে তাহা নিস্পত্তির জন্য নির্ধারিত নিয়মে নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

উপ-আইন সংশোধন

৫৮। বিধিমালা অনুযায়ী সাধারণ সভা এই সকল উপ-আইনের যে কোন একটি পরিবর্তন বা নাকচ অথবা নতুন উপ-আইন প্রস্তুত করিতে পারিবে এবং নিবন্ধক কর্তৃক রেজিষ্ট্রি হওয়ার পর উহা কার্যকরী হইবে।

হিসাবাদি

৫৯। ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নের হিসাবাদি যথাযথভাবে সংরক্ষনের ব্যবস্থা করিবেন ঃ-

(ক) ব্যাংকের সকল অর্থ জমা ও খরচ এবং যে বাবদে উক্ত জমা এবং খরচ হইয়াছে

(খ) ব্যাংকের দায় ও সম্পদ এবং বার্ষিক হিসাব বিবরণী তৈরী।

(গ) সমুদয় ভাউচার, দলিল, রশিদ এবং কম্পিউটারে রক্ষিত হিসাবের প্রিন্ট কপিসহ অন্যান্য খাতাপত্র।

(ঘ) হিসাবের খাতাপত্র ব্যাংকের নিবন্ধনকৃত অফিসে রাখিতে হইবে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের পরিদর্শনের জন্য উহা সর্বদা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

আভ্যন্তরীণ তদারকী ও নিরীক্ষা

৬০। ৩(তিন) জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কোষ সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বছরের জন্য মনোনীত হইবে।

শাখা

৬১। ব্যবস্থাপনা কমিটি নিবন্ধকের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে ব্যাংকের শাখা এবং বিভাগীয় আঞ্চলিক অফিস খুলিতে পারিবে এবং যে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন। বিশেষ করিয়া ঐ এলাকায় ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থানীয় বোর্ড বা এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ পারিশ্রমিকে শাখা ম্যানেজার অথবা প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেরূপ ক্ষমতা/কর্তৃত্ব অর্পন করিতে পারিবেন।

গোপনীয়তা

৬২। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, মহাব্যবস্থাপক, অডিটর, ট্রাষ্ট, অফিসার/কর্মচারী, এজেন্ট অথবা ব্যাংকের ব্যবসায়ে নিয়োজিত অন্যান্য ব্যক্তি কর্তব্য পালনে/চাকুরীতে প্রবেশের প্রাক্কালে এই মর্মে একটি অঙ্গিকারনামা স্বাক্ষর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, গ্রাহকের সাথে ব্যাংকের সকল লেন-দেন এবং গ্রাহকদের হিসাবের অবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন এবং এরূপ ঘোষনার মাধ্যমে তিনি আরও প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, আদালতের নির্দেশ ব্যতীত তাহার কার্য সম্পাদন কালে যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তিনি অবহিত হইবেন তাহা প্রকাশ করিবেন না। তবে মহাব্যবস্থাপক অথবা একজন অফিসার অথবা এই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত কোন অফিসার/কর্মচারী ব্যাংকের সাথে একজন গ্রাহকের হিসাবের অবস্থা প্রকাশ করিতে পারেন (ক) যদি গ্রাহকের নিজের প্রয়োজন হয় (খ) যদি জনস্বার্থে প্রয়োজন হয় (গ) যদি ব্যাংকের নিজস্ব স্বার্থে প্রয়োজন হয়।

প্রতিনিধিত্ব

৬৩। সভাপতি এবং মহাব্যবস্থাপক অথবা সভাপতি অথবা সহ-সভাপতি সমন্বয়ে তিনজন ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যের একজন এবং মহাব্যবস্থাপক সমন্বয়ে যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংকের তহবিল এবং সম্পত্তি হস্তান্তর অথবা লেন দেন সংক্রান্ত সকল প্রকার চুক্তিপত্র ও দলিলাদি সম্পাদন ও স্বাক্ষর করিবেন এবং বিশেষ করিয়া ব্যাংকের নামে অথবা ব্যাংকে রক্ষিত সকল প্রকার বিল অব একচেঞ্জ, প্রমিজারী নোট, ডিবেঞ্চার, সিকিউরিটি এবং অন্যান্য

দলিলাদি প্রনয়ন, গ্রহণ, প্রদান এবং হস্তান্তর করিবেন। তবে সভাপতি অথবা মহাব্যবস্থাপক, কোন অফিসার অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক যথাযথ ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন অফিসার/কর্মচারী চেক, বিল অব একচেঞ্জ ও ব্যাংকের পক্ষে প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ স্বাক্ষর অথবা এনডোর্স করিতে পারিবেন।

সীল মোহর

৬৪.১ ব্যবস্থাপনা কমিটি ব্যাংকের কাজের জন্য একটি সাধারণ সীল মোহর (এম্বোস সীল) প্রদান করিবেন। এই সীল মোহর উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাঃ)/সহকারী মহাব্যবস্থাপক (প্রশাঃ) এর হেফাজতে থাকিবে।

৬৪.২ ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্তৃত্ব ছাড়া এবং একজন ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্য এবং মহাব্যবস্থাপক অথবা এতদউদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়া কোন দলিল দস্তাবেজে এই সীলমোহর ব্যবহার করা যাইবে না এবং উক্ত কমিটি সদস্য এবং মহাব্যবস্থাপক এবং উল্লেখিত অপর ব্যক্তি তাহাদের উপস্থিতিতে সীল মোহরাংকিত প্রত্যেক দলিল দস্তাবেজ স্বাক্ষর করিবেন।

সাক্ষ্য

৬৫। কোন সদস্য ঋণ গ্রহিতার নিকট শেয়ার, ঋণ অথবা টাকার দাবী লইয়া ব্যাংক কোন বিবাদ, মামলা/মোকদ্দমা দায়ের অথবা শালিশের ব্যবস্থা করিলে উক্ত বিবাদ অথবা মোকদ্দমা শুনানীর সময় উক্ত প্রতিবাদী সদস্যের নাম বা প্রতিবাদী যাহার প্রতিনিধি তাহার নাম দাবীদৃষ্ট কালে অংশীদার হিসাবে যে সদস্যসের তালিকা বহিতে নাম আছে বা ছিল এবং দাবীর টাকা ব্যাংকের খাতায় যে জমা হয় নাই তৎসম্বন্ধে ব্যাংকের রেকর্ড বুকে যাহা আছে তাহা চূড়ান্ত প্রমান বলিয়া গণ্য হইবে এবং যে ব্যবস্থাপনা কমিটি শেয়ারের টাকা আদায় চাহিয়াছিল সেই কমিটির বা নিয়োগ কমিটির সদস্যগণের উপযুক্ত সংখ্যাক উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত বা অধিবেশন যথাযথভাবে আহুত ও পরিচালিত হইয়াছিল কিনা অথবা অন্যান্য বিষয় প্রমান করিবার কোন প্রয়োজন হইবে না।

নোটিশ

৬৬.১ ব্যাংক কর্তৃক সদস্য সমিতিকে অথবা গ্রাহককে নোটিশ দিতে হইলে আইন, বিধিমালা এবং উপ-আইনের বিধান মান্য করিয়া উক্ত নোটিশ লিখিতভাবে সদস্যের অথবা গ্রাহকের রেজিষ্ট্রীকৃত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠাইতে হইবে।

৬৬.২ যখন নোটিশ ডাকযোগে প্রেরিত হইবে তখন যথাযথভাবে ঠিকানা লেখা হইলে ও ডাক টিকেটসহ উহা ডাক বাক্সে দেওয়া হইলে নোটিশ দেওয়ার প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে।

৬৬.৩ ব্যাংকে প্রেরিতব্য সকল নোটিশ ব্যাংকের রেজিষ্ট্রীকৃত ঠিকানায় রেজিষ্ট্রার্ড ডাকযোগে বা লোক মারফত প্রেরণ করিতে হইবে।

৬৬.৪ কোন ব্যক্তি নোটিশ না পাইলে তার জন্য ব্যাংকের কোন সভার কার্য বিবরণীর বৈধতা ক্ষুন্ন হইবে না বা উক্ত নোটিশ দেওয়ার দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা যাইবে না।

পুনর্গঠন, শক্তিশালীকরণ ও একীভূত করণ

৬৭.১ সমবায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ ও শীর্ষ সমবায় ব্যাংক হিসাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য ব্যাংকের পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬৭.২ ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সরকারের অনুমোদনক্রমে ব্যাংকের পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাইবে।

৬৭.৩ ব্যাংকের পূনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণের জন্য সরকার উদ্দোগ গ্রহণ করিলে উহা ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সভা/ বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করিবে।

৬৭.৪ ব্যাংকের সেবা ও কার্যক্রমের পরিধি বিস্তৃত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি নীতিমালা প্রনয়ণ করিয়া উহা সরকারের অনুমোদনক্রমে সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভার অনুমোদন গ্রহণ করিয়া ব্যাংকের সাথে যে কোন সদস্য প্রতিষ্ঠানকে একিভুত করা যাইবে। একিভুত করার পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি ব্যাংকের শাখা হিসাবে পরিগনিত হইবে। একিভূত প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও দায়-দেনা ব্যাংকের সম্পদ ও দায়-দেনায় পরিনত হইবে। উপ-আইনের ৬১ ধারা মোতাবেক শাখার ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

ব্যাংক গুটাইয়া ফেলা

৬৮। আইনের ৫৩ ধারার বিধান অনুযায়ী নিবন্ধকের আদেশের প্রেক্ষিতে অথবা ব্যাংক অবসায়নের জন্য অনুষ্ঠিত ব্যাংকের বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যের তিন চতুর্থাংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত অনুসারে নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিলে এবং তাহার প্রেক্ষিতে নিবন্ধক আদেশ প্রদান করিলে ব্যাংক অবসায়নে দেওয়া যাইবে।

সাধারণ

৬৯। যে সকল বিষয় সম্পর্কে এই উপ-আইনগুলিতে কোন নির্দেশ/বিধান নাই তাহা আইন ও বিধিমালায় বর্ণিত নির্দেশ অনুসারে স্থিরকৃত হইবে এবং যদি আইন ও বিধিমালাতে তাহাদের কোন বিধান না থাকে তাহা হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি এতদসংক্রান্ত সরকারী/বাংলাদেশ ব্যাংকের বা প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ঃ

নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১। এডভোকেট এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু (এম পি)	- সভাপতি	
০২। জনাব আলী আক্কাস নাদিম	- সদস্য	
০৩। জনাব মোঃ মোকাদ্দেম হোসেন	- সদস্য	
০৪। জনাব মোঃ আখতার হোসেন খান	- সদস্য	
০৫। জনাব মোঃ শাহ্ আখতারুজ্জামান	- সদস্য	
০৬। জনাব মোঃ শফিউল আলম	- সদস্য	
০৭। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম	- সদস্য	
০৮। জনাব এ বি এম মোশাররফ হোসেন	- সদস্য	
০৯। জনাব মনির হোসেন	- সদস্য	
১০। জনাব গাজী আবদুল বারী	- সদস্য	
১১। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	- সদস্য	